করি দেহে গাছ চাষ

কাজল কানন

প্রকাশনার নাম

প্রকাশকাল: অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

প্রকাশক:

মুদ্রণ:

প্রচ্ছদ: খন্দকার নাছির আহাম্মদ

নামলিপি ও গ্রাফিকস: রাজীব বাঙাল

স্বত্ব: খুশি কানন

মূল্য:

ISBN:

পরিবেশক:

প্রাণ ফুরানো দিনে প্রাণ কুড়ানো মানুষ

রহমান সিদ্দিক

সূচি

বন্দনা ০৯
বাবাকে ডাকি ১০
অমানুষ ১১
মৃত্যুবর্ণ আমেরিকা ১২
নারায়ণগঞ্জ ১৩
মায়া ০১- ১৪
মায়া ০২- ১৫
ব্যথা ও মার্কস ১৬
সাপ-ব্যাঙ-বেজির সেলফি ১৭
লেনিন ধান কমরেড ধান ১৮
স্মরণসভা ১৯
নাগরিকপঞ্জি ২০
শব্দদাবি ২১
ইলিশ ২২
চিৎকার ২৩
জ্বরে পুড়ছে দোকানি ২৪
বিমানব ২৫
প্রতিপক্ষ ২৬
উৎপাদন প্রণালি ২৭
নদ-নদী ২৮
২৯ অহংকার
৩০ ক্রমবিকাশ
৩১ সুখাসুখ
৩২ জবানবন্দি
৩৩ পাতা
৩৪ আগুনলাগা চোখের কাজ
৩৫ সনাতন বটতলা
৩৬ যে রাতে পাকুড় কাঁদে
৩৭ ডুমুরগাছ
৩৮ লকডাউন
৩৯ বাদুড়
৪০ হবুমানুষ
৪১ খাবলা
২৪ করমর্দন
৪৩ ভাত
৪৪ মৃত্যু
৪৫ লুৎফার মা
৪৬ ত্রাণ

বন্দনা

আমার হাতের নাম জলপিঁপড়া
নখের নাম বুলবুলি
পায়ের নাম বট-পাকুর
জিহ্বার নাম পাটখড়ি।
আমার চোখের নাম পুঁটিমাছ
ঠোঁটের নাম মগডাল
বুকের নাম ধানক্ষেত
মনের নাম কাশু ঢুলি।
আমার ত্বকের নাম জ্যৈষ্ঠমাস
সুখের নাম অন্ধ গায়ক
হৃদয়ের নাম কোষা নৌকা
বিশ্বাসের নাম পুঁইশাক।
আমার মাথার নাম কড়ুইতলা
কপালের নাম ধানদূর্বা
কলঙ্কের নাম খালপাড়
যৌবনের নাম পুতুলনাচ।
আমার শিক্ষার নাম কাচাসড়ক
প্রেমের নাম ডুবুচর
দেশের নাম লালন ফকির
সরকারের নাম বৃষ্টি-গাদলা।
আমার জামার নাম পথশিশু
ইচ্ছার নাম খোদাই বাছুর
শিক্ষকের নাম খরা-বন্যা
দুঃখের নাম সুন্দরবন।
আমার ঘুমের নাম বর্ণমালা
চিৎকারের নাম ভাতউৎসব
দ্রোহের নাম পলোবাওয়া
স্বপ্নের নাম যদু-মধু।
আমার পরাজয়ের নাম কালো মেয়ে
জীবনের নাম গাঙের কিনার

বাবাকে ডাকি

বাবা যখন গান গাইতেন
ঘরে ছায়া পড়তো পরীর
বাবাকে বলতাম পরী নেবো
তিনি বলতেন গান নাও
আমি বলতাম আমার কণ্ঠে সুর নেই
তিনি বলতেন গান কণ্ঠের কাজ নয়
রক্তমন্থন হয়ে আসে
আমি বলতাম সবাইতো বলে
বাবা বলতেন সবাই বললেই সব হয় না
এরপরও আমি পরীই চাইলাম
বাবা আমার মন ভাঙলেন না

এখন প্রতিবারই গান তোলার
চেষ্টা করলে গলায় পরী আটকে যায়
এই দশা কাটাতে বাবাকে ডাকি
রক্তমন্থন হয়ে উঠে আসে তার কবর

অমানুষ

অমানুষেরও নিজস্ব ধারণা থাকতে পারে
সেই ধারণায় তুমি কতটা অমানুষ নও
অমানুষেরও হাত ধরার তফসিল থাকতে পারে
তোমার হাত কতটা নিখুঁত
অমানুষেরও রক্তাক্ত ক্ষয়ক্ষতি থাকতে পারে

তুমি তো মানুষ
তোমার কোনো রক্তপাতহীন ধারণা আছে কি
মানুষ সম্পর্কে

মৃত্যুবর্ণ আমেরিকা

একজন ফ্লয়েড কতটা কালো
মৃত্যুর খল-অন্ধকারের মতো
একজন ফ্লয়েড কতটা কালো
ঘার চেপে ধরা কাতলার চোখের মতো
রাষ্ট্রীয় সনদে পুষ্পহত্যার মতো

ফ্লয়েডের মুখমণ্ডল কতটা বিপজ্জনক
তার ঘাড়ের রগ কতটা চওড়া
মধ্যপ্রাচ্যের তেল নেয়া ড্রেনের মতো
জর্জ ফ্লয়েড যে, সেই কৃষ্ণমানুষ
যার শস্য রক্তাক্ত করেছে কলম্বাসের চাকু

হ্যাঁ, একজন ফ্লয়েড ততটাই কালো
যতটা সম্ভব মানুষের জঙ্গল ছিলো
সেই জঙ্গল জখম করে
ফলানো হয়েছে কঙ্কালের বাগান
যার নাম-মৃত্যুবর্ণ আমেরিকা

নারায়ণগঞ্জ

আমার ভালোবাসার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ
সে আমার পোড়া জীবনের তোরণ-মঞ্চ
ভালোবাসাকে দেখতেই নারায়ণগঞ্জ থাকি
গমক্ষেতের হলুদ পাকন এনে
পাটের আড়তে মাখি।
খালাম্মার জন্য গিমা শাক নিয়ে কুমিল্লা
থেকে নারায়ণগঞ্জ আসি
এই শহর আমাকে নামায় ১১৬ উত্তর চাষাড়ায়
কবিতার কাছাকাছি
কবিতার নাম- রনজিত কুমার
মানসপিতা আমার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুনে দেন স্বপ্নের খামার
তখনও টানবাজারের টান বুকে নিয়ে
বাতাসে ভাসে কিশোরীর গুম হওয়া
টেপাপুতুলের বিয়ে
তখনও পাটকল শ্রমিকের আসমানে
ক্ষিপ্র চাঁদের নাম- কমরেড মন্টু ঘোষ
নুনের আড়তের কুলি আমার সমতা ভাই
আকিজ বিড়ি দম দিতে তার কাছে যাই
ডালপট্টি নিতাইগঞ্জ ঘিরে বণিক হাসে
আটা-ময়দা কলের শব্দে
নব-নব যুবতী ক্ষুধা ভাসে
সুতার গদি, হোসিয়ারী কারখানায় ঘুমায়
দর্জি কারিগর খুরশিদ
নবীগঞ্জের কদম রসুল মাজারে শুয়ে আছে
তার মুর্শিদ
আমার প্রিয় কবিরা এখানে পোশাক শ্রমিক
ত্বকীহত্যা আমার প্রেমিকার লালটিপ
তাকাই শীতলক্ষ্যার নিদান জলে
দেখি- টাটকিনির লেজ কথা বলে
এই শহরে দানবে মানবে লড়ে
উদ্ভিদের মতোই জন্মে লড়াকু
সাতখুন, জোড়াখুন গুমের সংলাপ
তবুও তরুণেরা শিস দিয়ে
তরুণীদের বুকে বাড়ায়
যুগল গোলাপ
শহরের আঁকাবাঁকা পথগুলো আমার স্বজন
কেউ ভালোবাসার খুনি কিংবা ভালোবাসায় খুন
কেউ মরতে আসে; কেউ কেউ
আসে মরেও বেঁচে যায়
কারো কারো বুকে বোরো ধানের মতো
ফলন আসে, ফলে যায়
ভালোবাসার খুন-খারাবির পাশে
এই শহরে দীঘল জ্যোৎস্নাও ভাসে

মায়া ০১

আমার ধানক্ষেত পাটক্ষেত শুধু তুমি
ক্ষেতের আলে আলে গুয়ে মুতে
চুম্বন করে গেছি আমি
অনাড়ম্বর তোমার দিকে
ভুলে যাইনি জগন্নাথকান্দি গ্রামে আমার কেউ থাকে
আমরা একে অন্যের কাছে
চিঠির খামে ভরে ভয় পাঠাতাম
কত চুম্বন, শারীর আলিঙ্গন
ঢেলে দিয়েছি আম জাম তেতুল তলায়
কী আসে যায় আমাদের, কিছুই না
তুমি খড়ের বেনির আগুন হইলে
পুবে পশ্চিমে আমি খুঁজতাম
বিরান পানি
শীতের রেণুমাখা কুয়াশা আমাকে
জড়িয়ে গাইলো বীজের গান
ধানক্ষেত পাটক্ষেতজুড়ে রইলো
আমাদের অযৌন সন্তান
কী হইলো ক্ষেতের, কী হইলো চাষার
তুমি ফজরের আযান হয়ে মিশে গেলা
জগন্নাথকান্দি গ্রামের বাতাস উজিয়ে
আমি থাকলাম জখমি ধানের গোছায়
গু-গোবর কামড়ে পড়ে থাকা বিউটি

মায়া ০২

গৌরাঙ্গদা
পাখিও প্রকৃত পাখি না
পাখি হচ্ছে যার যার সাবিনা
একবার ডানা মেললে আর ফেরে না
সাবিনা এখন প্রতিবেশীর ফসলি জমি

গৌরাঙ্গদা
তুমি কি একটু রামায়ণ শোনাবে
এই মন্থরে
যখন আমার চিবুকে
মৌন ধনেশের কবর জেগে উঠছে
আর আমি কাঁধে করে নিয়ে
যাচ্ছি নিঃসঙ্গ উতলা এক ধানক্ষেত

ব্যথা ও মার্কস

কৈবর্তকন্যা পূর্ণিমা
মার্কস পড়েন না
শুধু জানেন ঋতুকালে ব্যথা হয়
এই ব্যথা ছড়িয়ে যায়
হাড্ডির গহিনে
মেয়ে মানুষের এমনই হয়
বলেন তার বইনে
বইনও মার্কস পড়েন না
কৈবর্তপাড়ার কেউই
মার্কস পড়েন না
উদ্বৃত্তমূল্য নিয়ে তাদের
ভাবনাও নেই
যারা পড়েন তাদের হাতেই
রয়ে গেছেন মার্কস
যাদের হাড্ডিতে ব্যথা নেই
মার্কস তাদের সার্কাস
ব্যথা আর মার্কস একসঙ্গে হলে
উদ্বেলে আগুন জ্বলে

সাপ-ব্যাঙ-বেজির সেলফি

সাপটি রাতের সন্ন্যাস ধরে হাঁটে
রোষে ফুঁসে ব্যাঙের ডেড়া কাটে
চোয়ালের চোরাগোপ্তা ঈর্ষায়
ছায়ার স্তনে রিস্কি কামড় বসায়
ব্যাঙটি লাফায় বর্ষার সূত্র ধরে
নির্জন ডোবা কান্নায় বিদীর্ণ করে
সাপের মুখে যমের নীল ফেনা
এই দৃশ্য তার মৃত্যুর মতো চেনা
বেজিটি লতাপাতায় লুকায় মুখ
সাপের ঘাড় কামড়ে খোঁজে সুখ
স্মৃতির জাহাজ বলে, এই তিনে
অমিল ছড়িয়ে আছে চিরদিনে

স্বার্থের ছলে দেখি, এ-কী ভেল্কি
ফেসবুকে তাদের একসঙ্গে সেলফি!

লেনিন ধান কমরেড ধান

মাঠে মাঠে
লেনিন ধান কমরেড ধান
দুনিয়ার মজদুর একজান
মার্কস লেনিন বোরো ধান
ঘরে ঘরে লেনিন ধান
লাল লাল ফকিরি
তোমার সঙ্গে আমার
আমার সঙ্গে তোমার
লালের ছড়াছড়ি
প্রচুর ফলেছে ধান
ফলেছ লেনিন
তবুও পেটের ভেতর
কামড় সঙ্গীন
ভোর হলে ফের লেনিন
ক্ষেতের ধান কেটে দিন

স্মরণসভা

যে আমার রোগশয্যায়
পাশে এসেছিলো
আমি তার মৃত্যুশয্যায়ও কাছে যাইনি
মৃত্যুর পর স্মৃতিতর্পণ, কথকতা
নাগরিক জীবনে ভাইরাল সভ্যতা
এই সভ্যতায় বসে প্রতিদিন শেলাই
করি অজস্র কৃতঘ্নতা
মৃত,
তোমার প্রতি আমার কোনো
স্মরণ নেই, বক্তৃতা নেই
আছে শুধু দ্বিরালাপের ঘোরশূন্যতা
মৃত আর জীবিতের মধ্যে
আলাপে বাধা কোথায়?
আমি তা জানি না

নাগরিকপঞ্জি

আম জাম পুকুর থেকে আসিনি কি?
আসিনি কি দুপুরের মন্থরে বসা
ফড়িঙের চিড়ল মৌনতা থেকে!
তোমরা যে বলো- মাইক্রোসফট করপোরেশন
আর খোলা বাজারের নন্দন স্কুলে স্কুলে দেবা!
তোমরা যে বলো- তিন মাত্রা, চার মাত্রার
চোখ বানাবা আর বাঘা-বাঘা চিন্তা দেবা!
এসব দিয়ে আমি কী করমু
একটা বল্টু হয়ে রাষ্ট্রমেশিনে থাকমু!
নাকি হিন্দু-মুসলমান একলগে কইরা
একটা ইস্টিমার ভাসাইয়া দিমু?

শব্দদাবি

আমরা শব্দরা আরও একটু যত্ন চাই
বাঁচা নয়, মানহানি প্রতিরোধে
লঘু অশ্রুপাতের জন্য

মানুষই শব্দের ঘর; মানুষ ঘরহারা
হলেও শব্দ হারায় না
শব্দ ঘর হারালে মানুষ হারিয়ে যায়
যত নিঃশব্দ গরিমা, আমি তুমি সে
খনার জিভে জড়িয়ে যায়

আমরা শব্দরা চাড়ালপ্রাণ, প্রমিত মৃত্যু
পার হয়ে স্কুলমমুখী হই
কোনো শব্দই পৃথিবীতে রাজা হয়নি
তবুও শব্দের রাজত্ব অফুরান মহাকর্ষ

আমাদের পীঠে কবির জায়নামাজ
আমাদের ব্যবহার প্রকৃতিপ্রবণ ও সাধারণ হোক

ইলিশ

শূন্যপ্রায় গরিব ফ্রিজ
দুই মাস অপেক্ষায় ছিলো
অর্ধেক ইলিশ

কচু কেনা যাচ্ছে না
দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে
হঠাৎ খোলায় উঠলো
মলিনপ্রায় ইলিশটুকু
এমন সময় বাইরে
কচু বিক্রেতার হাঁক!

না, থাক
অন্য কোনো সময়
মিলবে সাধ ও সাধ্যের ফাঁক

চিৎকার

আমরা গলাগলি করে নিঃসঙ্গ আছি
যার যার ব্যাধির পয়ারে
একই হ্রদে ভরপুর ভাসছি
আমরা প্রসবও করছি প্রচুর
স্কুল ইশারা তিতপুঁটি ও ভুতুড়

আমাদের বুকে নৌকা চলছে
গোশতবোঝাই নৌকা
আর যাচ্ছি ধীমান মৃতাবস্থার দিকে
সম্পর্কের গাঁদ টেনে টেনে
বুকে ধাক্কা লাগছে সোয়াবিনের ক্ষেত

এই শর্ত মর্ত্যে রেখে প্রতিদিন
জলে ভাসছে আমাদের আলাদা কবর
কেউ কারো হাত ধরতে পারছি না
প্রতিটি হাতে সতর্ক টিউমার
তার উপর বসা জাতের জরিপ
সবাই আলাদা শীতল ছিদ্র কী চমৎকার
একাই প্রক্সি দিয়ে যাচ্ছি কোটি কোটি চিৎকার

জ্বরে পুড়ছে দোকানি

কেউ বেচে দেন নদী
কেউ বেচেন বোটাছেঁড়া বকুল
নিজের ছায়া বেচতে পারেননি
দুর্গাপুরের আজিজ
কত রকম তেল ও নুনের বাগান
সূর্য ওঠার আগে-আগে সূর্য ডোবার
আগে-আগে আরো কত জলপাই বিস্কুট
আমাকে ও তোমাকে বানালো
গণতন্ত্রের চিরকুট।

তাকেও বেচে দেয়া যায়
সময়ের চলতি বিভায়
যখন কেউ আসে হাতরায়; বনের ছায়া
ধরে ফিরে যায়
হাটের একপাশে বসে
সারা বছর ব্যাকরণ খায়
তারে বেচে দিয়ে কোন্ অমঙ্গলে
যাবে তুমি একটা মরা বৃহস্পতি ঠেলে!

বিমানব

মানুষ তোমাদের আর কীই বা করার আছে
নদী নক্ষত্র সবই তো বুঝে গেছো!
বনের লতা সাক্ষ্য দেবে, তোমরা তার
এফোঁড়-ওফোঁড় বুক দেখেছো
রাঙতা মাটির প্রাসাদে মাছ পুষেছো।

মানুষ তোমাদের দাবি-মন্তরে আরো যা যা
আছে, তার কোনোটাই বুঝতে পারি না
আমার থমথমে গালের ভেতর
গার্হস্থ্য নারী বসে তার অন্তর চিবুচ্ছে।
লুকিয়ে থাকার অন্ধকারটুকুও তার
সরে গেছে মানুষের সংসর্গে।
এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতো আয়ু নেই
এখানে সব কোলাহল বরফ হয়ে গেছে
আমি মৃত্যুর কাছে অহর্ণিশ- মানুষের কাছে না।

মানুষ, আমার মৃত্যুর বুদ্বুদ প্রত্যক্ষ করো

প্রতিপক্ষ

আমি হলেম এক প্রকার বিষ
আমার ভালোবাসা মানে বিষের ভালোবাসা
আমার ঈশ্বর মানে বিষের তাঁবুতে গলনশীল গনিকা
আমার স্মৃতি মানে দস্তার গগন থেকে
কাঁটা কুড়িয়ে আনা

মিলিটারি শহরে উত্তপ্ত বিড়াল
তারে খুঁজে পায় না।

উৎপাদন প্রণালি

রঙ ছড়িয়ে যায় উদ্ভিদ
বাতাসে তার সঙ্গমের ক্ষুধা
শেকড়ে নাচে
বিস্কুটের বেকারি

কৃষকের বর্গা জমিতে
দাঁত চোয়াল ও মরা কাকের চাষ
সাপের আঙুল ধরে উঠে
আসে অভুক্ত বিদ্যালয়
তারা চিবিয়ে খায় শিশু ও
শিশুর বাপ-দাদা

নদ-নদী

সহস্র উন্মোচনে রাঙতা মানুষ
ভ্রমণে যায় বাঁকা নদী
ঝরে শরীর যাদুর কোকিলে
আগুন নামে অথৈ শিমুলে
দ্বৈত পোড়নে ফোটে পদ্ম
উদ্ভিদের রসে হরিণীর ঘ্রাণ

শতরঙা আধারে একরঙা জল
বিন্দু ফুটে সিন্ধু ভাঙে ডিমের ঘোর
অনঙ্গ মানুষ, মানুষের ছাঁট
বয়ে বেড়ায় নকশা ভরা জমিনে

এই মানুষ আর ফেরে না

অহংকার

আমাদের নির্জন পথের দাবি মূক হয়েছে
আমাদের প্রতিবেশি সিক্ত নয়নে হেঁটে গেছে
আমাদের প্রতিবিম্ব ছড়ায় মর্গের ফুল

আমরা অবহেলা করেছি বৃক্ষের মিছিল
আমরা রোধ করেছি জলের গর্ভধারণ

আমরা একথাল জ্বরের বড়ি
ছড়িয়ে পড়েছি অসুখে অসুখে

ক্রমবিকাশ

একটি বাগডাশ আরেকটিকে সংহার করতে দেখিনি
অন্ধকারে তাদের সঙ্গম হতে পারে;
হতে পারে আলোয় ভরা দিনেও
তাদের কেউ মূক, মূর্খ থাকলেও আমার যায়-আসে না

এখানে একজন মানুষ থাকলেই আমি পালাতে চাই।

সুখাসুখ

আগর গাছের দুঃখ থেকে সুগন্ধি হয়
তারে গায়ে মেখে তুমি সুখ পূরাও
দুঃখেরওতো পচন থাকে, উৎসে

তাকে টেনে নিয়ে ধরে রাখতে হয়
যেমন ঠনঠনে ডাল ধরে রাখে লাল পলাশ
পাঁজরে বনাঞ্চল নিয়ে হাঁটে বানরের ঝাক

তারা কেউই বিলাসী নয়, অভিলাষী
নিজস্ব আলোয় চুপচাপ পিতৃত্ব
কতটা জেনেছো সুপ্ত অন্তর
কয়টা রুপেছো আগর নিজের ভেতর!

পুষ্প শুঁকে পুলক পাও
পুষ্প ফোটার অতসী সংগ্রাম দেখো না
এতে তোমার ফুল ছেঁড়ার অসুখ বাড়ে

জবানবন্দি

প্রাণের ভেতর গাছ হয়ে ওঠা
শত রকম বাঁকা-সিধা গাছ
আতাফল, ছাতিম কিংবা বুনো
গহনপুরে পাতাকাণ্ড ভরা কোনো
নির্লিপ্ত শিকড়মণ্ডলী
উনুনের আগুন গণনা করে
যতো গাছ পুড়ে গিয়ে পয়গম্বর হয়
তারও অধিক পুড়ে হয় মুনাফা
যেনো আমারই সন্তানের মুঠোয়
মুচড়ানো তার বাবা।
যতরকম তুলসি-তেঁতুল হত্যা
পড়ে থাকা রক্তের ভঙিমা নিয়ে
পাখিবিদ্ধ পরম্পরায় কুঠারে
কুঠারে সংহার উদ্ভিদের পাঠশালা
বয়োজ্যেষ্ঠ গাভীর কাছে পাওয়া।
তবুও অলিন্দ বানাও অর্গল বানাও
বানাও ছায়ার মৃত্যু; অবলিলায়
মেঘ দোকানি, গাছ দোকানি
পাখি দোকানি তুমি
ইচ্ছা মৃত্যুর দড়ি হাতে গাছতলায় যাওনি!

পাতা

পাতার অন্তরঙ্গ বাজনায় মন নেচে ওঠে
কেবলই পাতা নয় সে
অমর জীবনীতে বাঁধা রূপকথা
তুমুল দোলায় কঙ্কালে জাগে কুঁড়ি
শুধুই বেদনাগুচ্ছ নয়
মণিমুক্তার দোকান নয়
আছে পাতাদেরও সজাগ ছড়াছড়ি

আগুনলাগা চোখের কাজ

আগুনলাগা চোখের যমজ
পুড়ছে সরল অরণ্য
পলক ফেলো দোহাই দিলাম
গাজী-কালু, পীর-ফকিরের
দোহাই তোমার ঋতুলাগা মন্দ্রক্ষণের

চোখের ভেতর ভাবের হাট
সেই হাটে শালিক নামে
তার পায়ে পাঁজর বাঁধা, পাঁজর আমার
ঘাসের মাঠ

চোখের ওপর মৃত্যুকলা
থরে থরে খেলা করে, চূর্ণ হওয়া রিপুকণা
লতা-পাতায় নিঃস্ফলা।
আমি একটা গাছমানুষ
ফল ধরেছি হতভম্ব
কার রক্ত ভেঙে ভেঙে খুন ফুটেছে অন্তরঙ্গ

চোখের একটা শোষক ঘোর
রক্তবীজে চুম্বন করে
অভিমানে চোখের ছলে
বিকিয়েছো মনোভূমি
বন-বাদাড় সবই আজ আগুনলাগা চোখের কাজ

সনাতন বটতলা

এই সনাতন বটতলার মগ্ন ছায়া
কোনোদিন বিলুপ্ত হলে
আমি মুর্শিদের পিঠে সওয়ার হয়ে তার স্মৃতি বিতরণ করবো
এই আলের মধ্যে বসে আমি
একটা একটা লতা-ঘাসের সঙ্গে সঙ্গম করবো
আর প্রচুর ডিম পেড়ে ভরে দেবো সাম্রাজ্যের গোলাঘর
যারা পশ্চিমে গেছে, তাদের বলেছি যাও
যারা পুবে গেছে, তাদের বলেছি যাও
যারা কোথাও যায়নি, তাদের কিছুই বলিনি
কেবলই যারা নিজের কাছে যাও, তাদের বলি- একটু দাঁড়ায়ও
ওরা আমাকে হত্যার পর আত্মা বিক্রি করে দেবে পুঁজিবাজারে
কারণ আমি কারো কাছেই যেতে চাই না
এ সনাতন বটতলা ছেড়ে
এখানে আমার মুর্শিদের নৌকাডুবি ঘটেছে, একান্তে

যে রাতে পাকুড় কাঁদে

যে রাত জেগেছিলাম
তার ভেতর ছিলো পাকুড়ের কান্না
যে সময় বয়ে ছিলাম
তার ছিলো না কোনো প্রেম
মলিন হাঁড়ের ঘোরে সময় গোপন করেছি।
আমার চারদিক বুনো ঘাস লতানো ছিলো;
রক্তশূন্য দেহে গড়িয়ে গেছি
তোমাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

আমার সর্বাঙ্গ গাছে পোঁতা ছিলো; বসন
ছিলো নির্জন বন
মানুষের ক্ষিপ্র চোখের ভেতর শুধু
দস্তার তুফান দেখেছি।

মনুষ্য আলো নিভিয়ে এখন
উদ্ভিদের নির্জনতা দেখবো।

ডুমুরগাছ

আমাদের পাড়ার ডুমুর গাছটি এখন
চুম্বন করে আছে কোটি কোটি ডুমুরের মৃত্যু!
ডালপালা ঘিরে চলছে অবাঙ লকডাউন
পাতার ফাঁকে ফলিতেছে অজস্র নিথর ডুমুর
কত-কত রাত, কত-কত দিন এই পাড়ায়
কুসুমচাপা অভিমান ছুঁয়েছিলো
ব্যক্তিগত মৃত্যুর অমর মৌনতা
সেও হারিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার
কবরের কোলোহলে
সন্তান যদি ছুঁয়ে না দ্যাখে মায়ের মৃত্যু,
স্ত্রী যদি বুজিয়ে না দেয় স্বামীর শীতল চোখ
কোন্ যম এসে তরজমা করবে এই শোক!
সকল দেশে একক ভাষায় মৃতের আলাপ
ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছে গণমৃত্যুর তাপ
এতো এতো মৃত্যুর সৎকার
একাই পারবেন তো ঈশ্বর!

লকডাউন

তুমি সাঁতার না জানলে
এমনিতেই নদী লকডাউন
হাঁটতে না পারলে পথও
নাগরিক চিত্তে নিজের ছায়াও
কোয়ারেন্টিন।
তীরবর্তী মানুষ,
কারা সাঁতার জানো না
কারা খর্ব হয়েছো পদে, ডানায়
আমি তোমাদের একজন
জীবনভরই ব্যক্তিগত লকডাউন
এই খর্বায়ন কবে আমার মা হয়ে গেলো;
পাঁজর ছেঁটে ফেলা এই সভ্যতা
কী করে আমার বাবা হয়ে গেলো
তীরবর্তী মানুষ, ডাঙায় লকডাউন
নদীতে সাঁতরাও, তবুও বাঁচো
তুমি না বাঁচলে সবকালেই
আমি লকডাউন

বাদুড়

সন্দেহের তীর বাদুড়ের দিকে
যদিও সে আমার পাশেই থাকে
আমন চালের উড়ুম খেতে খেতে
সন্ধ্যায় ছুটে গেছি কলাগাছের
দিকে- বাদুড় কী করে ঝুলে থাকে
আমার বিস্ময় আবাদ করে!
দিনের আলোর বাহিরে রাতের
অন্ধকারে; ছাতার মতো পালক
ভাঁজ করা, সুহৃদ ডানার বাদুড়
কী ক'রে পোষে করোনার ডিম!

দেখি, মায়ের স্তন বাদুড়েও ঝোলে
কাকে রেখেছো মা হীরকমৃত্যুর কোলে!

হবুমানুষ

অমরত্ব হারাবো কি আমি
নিজের চোয়াল বলবে কি ডেকে, থামো এবার!
ঢোলকলমীর পাতায় পাতায়
ছড়িয়ে গেছে জখম আমার
ছড়িয়ে গেছে মিষ্টি কুমরা, লাউ, ধুতরায়
প্রতাপশালী কৈ-কাতলায়
আমি এখনও হবুমানুষ
গ্রহত্র হামাগুড়ি দিয়ে জমা করেছি
গুটিকয় পুস্তক, সামান্য বোমা আর
মৃত্যু-সংস্কৃতির আবশ্যকীয় স্বর্গ-নরক
গাছতলা দিয়ে হেঁটে গেলে
পাতা ঝরে পড়ে পায়ের সামনে
আমি ভাবি– তার পতন হয়েছে
ভাবি না– সে পতনের শিক্ষা হয়ে এসেছ।
এভাবে আমি প্রকৃতি থেকে আলাদা
হয়ে হই, ভুল বার্তা পাই
আলাদা হয়ে যাই নিজের প্রকার থেকেও
যে প্রকারে এখনও মানুষ হয়ে উঠিনি
প্রকৃতির সঙ্গে একটা চুক্তি ছিলো আমার
মানুষ হয়ে ওঠার

খাবলা

জিতে যাওয়ার চেতনা যাকে
দরিদ্র করেছে
এবার তার হেরে যাওয়াই দেখতে চাই
দেখতে চাই, গাভীর ওলান ছাড়িয়ে নেয়া
বাছুরের মুখ, শোকতপ্ত দীর্ঘশ্বাস এসে
আমার মনোরোগের চিকিৎসা দেয় কিনা
খাবলানো পাহাড়গুলো বলে কি না
মানুষ মূলত খাবলার খামার, নৃশংস
তরিকার ধর্মতত্ত্ব
মনোদৈহিক ছুরি হাতে যেতে পারে
ভাবগম্ভীর খুন পর্যন্ত
দেখতে চাই, সঙ্গহারা বাঘিনী তার
তুমুল খাবলা বসিয়েছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে
আর আমি হেরে যাওয়া জেনারেল হয়ে
বলতে চাই– মরাগাঙের পাশে বসা
মাছরাঙা-রে, নে নে খাবলা আমারে

করমর্দন

হাত না মিলিয়ে চলে গেছি বন্ধু
জানি না এই যাওয়া শেষ কিনা
যদি থাকো বন্ধু জমিনে দাঁড়িয়ে
কাট-ছাঁট জীবনের মন্থর ভোরে
আমার না ফেরা আত্মায় দিও
বৃষ্টি ছড়িয়ে
তাদের দিও আমার চোখদুখানা
যারা নদী ও পাহাড়ের মৃত্যু দ্যাখে না
আমার সবগুলো আঙুলে গাছ লাগিয়ে
ফলগুলো দিও সেই শিশুদের– যারা
করোনায় অনাথ হয়ে
বুকে ফলিয়েছে পাথর
তোমার আমার শেষ দেখা বন্ধু–
দুই কাপ রঙচা
একটায় চিনি, অন্যটায় না
এরপর কখনো জামার আস্তিনে
একা একা চোখ মুছবো না

ভাত

মৃত্যু কত গভীর জানি না
তবে সেখানে পড়ে গেলেও উঠে আমি
ভাত খেতে চাইবো
সর্বেশ্বর ক্ষুধা আমাকে এই অমরত্ব দিয়েছে
তিন বেলা থেকে দুবেলার পর একবেলা
আমি সেই উৎকর্ণ বক–
ভাতের বিলের দিকে গলা উঁচিয়ে আছি
সবখানে ভাতমন্ত্রী ভাতসরকার
ভাতমানুষ দেখি
জানি না ওই ধবধবে সাদা ভাতের
জন্ম-মৃত্যু আছে কিনা
সে কারো কাছে ভাতউৎসব কারো কাছে
মৃত্যুপরোয়ানা
বাহুবলী পৃথিবীর পলে পলে ক্ষুধার ক্ষত
গোলাপের ভেতর আরো এক গোলাপ
ফুটে আছে যেনো– অর্থহীন ব্রত
কেউ দ্যাখে কেউ দ্যাখে না
ভাতশালিকের দীর্ঘশ্বাসের মতো

মৃত্যু

আমি সব মৃতদেহ ছুঁয়ে দেখবো
তাদের মৃত্যু না হত্যা হয়েছে
সব মৃত্যুতে ঈশ্বরের অনুমোদন
ছিলো কিনা তাও দেখবো
তার আগে তোমরা আমাকে
মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দাও
মৃত না হয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞান
পাওয়া যায় না
খুঁজে দেখবো মৃত্যু কোনো
সাধারণ ভাতঘুম কিনা
নাকি উদ্ভিদের উপলব্ধি; যাকে
তোমরা হিসেবেই রাখছো না!
আমি রাত-দিন সন্দিহান
কোনটা মৃত্যু কোনটা হত্যা;
বৃষ্টির মতো মৃত্যু ঝরছে
বৃষ্টির মতো হত্যা ঝরছে
কোথাও অনুতাপ নেই
একটি শোককৃত্যও না
মৃত্যুরও একটি মতবাদ আছে
যা আমার পিতামহ তার
সন্তানে দিয়ে গেছে
আমি পেয়েছি তার কাছে
এখন তাকে দেখছি মৃত্যুসমষ্টি
নিয়ে ঘুঙুর পায়ে হেঁটে যেতে
আমি তার আগেই যেতে চাই
তোমরা আমাকে মনুষ্য পথে
মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দাও

নবীন মৃত্যু

পৃথিবী আমার গরিব বাবার
হাঁড়ভাঙা খামার
মায়ের বোনা লাউ
কুমড়ার ঝাড়
তার ফলনে আমার
কবিতার গ্রাম চাঙা
বৃষ্টিভেজা নারীর বুকে
দেখি দুই মাছরাঙা
কী করে যাই এই পৃথিবী ছেড়ে
এতো নবীন মৃত্যু নেড়ে-নেড়ে

লুৎফার মা

করোনা বোঝে না লুৎফার মা
শত মানুষ মরে লাখো মানুষ মরে
মরে না লুৎফার মা
প্রচুর ঘাসের দেশে ভরপুর বাঁচে
লুৎফার মা; মৃত্যুর আঁচে আঁচে
গরু ছাগল মুরগি নিয়ে বাঁচে
জটাধারী আকাশ মাথায় ভরে হাঁটে
ত্রাণ-ট্রানের তোয়াক্কা করে না
লুৎফার মা
প্রয়োজনে পেটের ক্ষুধা মাথায়
টেনে তোলে– সেই মাথা গাছের
সঙ্গে ঠোকে– এক সময় ক্ষুধা মাটি
হয়ে যায়– সেই মাটিতে জন্মে ঘাস
গরু ছাগলের সঙ্গে ঘাস খেয়েই
বছর বছর বাঁচে লুৎফার মা
বাঁচার ছলে মাঝে-মধ্যে চুলায়
হাঁড়িতে পানির বলক ওঠে
ভাতের বলক দেখে দেখে মরার
কথা ভুলে যায় লুৎফার মা

ত্রাণ

কে রক্তাক্ত করলো বাতাস
বঙ্গভবনের পেছনে দেখালাম অনেকগুলো
ত্রাণের নৌকা বাঁধা
তার উপর চক্কর দিচ্ছিলো কাড়িকাড়ি কাক
কাকের ওপর কে ড্যাগার ছুড়ে মারলো
আর বাতাস এমন রক্তাক্ত হলো
রক্তমাখা বাতাসে দম নিতে নিতে
ভেতরে বাইরে লাল হয়ে ওঠা কাকগুলো
চারপাশে ব্যাপক লাল পালক ঝরাতে লাগলো
তখন ত্রাণের নৌকাগুলো
মতিঝিল শাপলা চত্বর পার হয়ে
কোথায় গেলো কেউ দেখলো না